



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১১ নং পাতা

দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 0 5 DEC 2017



জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫০০তম সভা প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে, মসিহ মালিক চৌধুরী এফসিএ, একে ফজলুল আহাদ, সেলিমা আহমাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মো. আবদুল হক, সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল হালিম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।



বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শুক্রবার ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আব্দুল ছালাম আজাদ। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইসমাইল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক শহিদুল ইসলাম ও মো. নূরুল আলমসহ অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।



জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে গতকাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫০০তম সভা প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে, মসিহ মালিক চৌধুরী এফসিএ, একে ফজলুল আহাদ, সেলিমা আহমাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মো. আবদুল হক, সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুছ ছালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেন ইয়াহুয়া চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন



Janata Bank Limited (JBL) Chairman Shaikh Md Wahid-uz-Zaman flanked by other directors and senior executives of the bank celebrating its 500th board meeting at the JBL Head Office in the capital on Monday.

PHOTO: BANK

Janata Bank holds 500th board meeting

Business Desk

The 500th board meeting of Janata Bank Limited (JBL) was held at the JBL Head Office in the capital on Monday.

Janata Bank Chairman Shaikh Md Wahid-uz-Zaman presided over the meeting, said a press release.

The bank's directors Manik Chandra

Dey, Masih Malik Chowdhury, AK Fazlul Ahad, Selima Ahmad, Mohammad Abul Kashem and Md Abdul Haque, Chief Executive Officer (CEO) and Managing Director Md Abdus Salam Azad, General Manager and Company Secretary Hussain Yeahyea Chowdhury were also present on the occasion.



Dina Ahsan, CEO of Janata Capital and Investment Limited, handing over a cheque of Tk. 2 crore to Md. Abdus Salam Azad, Managing Director of Janata Bank Limited as Cash Dividend at its head office in the city recently. Shaikh Md. Wahid-uz-Zaman, Chairman of the bank among others were also present.



Md. Abdus Salam Azad, CEO & Managing Director of Janata Bank Limited paid homage by placing floral wreath to the graveyard of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation at Tungipara recently. DMD Md. Ismail Hossain, GM Shahidul Islam and Md. Nurul Alam, FCMA, FCA along with other Officials of the bank were also present at the spot



‘তদন্ত চেয়ে, অভিযোগ এখনো এন্ট্রি-বলিভ হযনি’ বেশ একটা ভঙ্গিমা করেই বললেন আবদুল হাই বাচ্চু। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

অবশেষে দুদকে বাচ্চু

দুদক প্রতিবেদক

একটা দুই বাচ্চুর স্টাফ, সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি

ডায়াজ আদালতের নির্দেশেই বাধা হয়ে বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুকে জিজ্ঞাসাবাদ করল দুদক

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আবদুল হাইকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়নি, তাঁকে আবারও ডাকা হবে। ব্যাংকের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার প্রায় চার বছর পর এই প্রথম দশমানে কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হলেন আবদুল হাই বাচ্চু। ২০১৪ সালের ৬ জুলাই বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদ

থেকে পদত্যাগ করার পর এই প্রথম প্রকাশ্যেও এলেন তিনি। চেয়ারম্যান থাকার মেয়াদে ২০১২ সালের গ্রীষ্ম থেকে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ের মাত্র ১১ মাসে নাটকবিহীন মনিয়ারের মাধ্যমে ঋণের নামে ৩ হাজার ৪৯৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অবশেষে দুদকে বাচ্চু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

এসব অভিযোগের বিষয়েও সাবেক চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চান দুদকের কর্মকর্তারা; জবাবে আবদুল হাই বাচ্চু সার্বিকই অস্বীকার করেছেন। তিনি কোনো ধরনের দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি করেন।

হলে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘আদালতের বিষয়ে আপনাদেরও প্রশ্ন করা ঠিক না, আমরাও কথা বলা উচিত না।’

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে গতকাল সকাল ১০টার দিকে কার্যালয়ে ঢোকার মুখে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দুদকের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। এ সময় বেসিক ব্যাংকের বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা নিয়ে প্রশ্ন করা

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

২০১৩ সালের ৩০ জুন ৩ টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুদক কার্যালয় থেকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

Stressed advances now 17pc of banks' outstanding loans

FE Report

As of 2016, the country's banks' stressed advances — the summation of non-performing, restructured and rescheduled loans — stood at 17 per cent of their total outstanding loans, according to a research study conducted by LR Global Bangladesh, an affiliate of the New York-based LR Managers Investment.

In absolute terms, the size of NPL stood at USD 7.8 billion and that of restructured and rescheduled loans at USD 6.7 billion. At the same time, provision coverage exhibited a declining trend, indicating enhanced vulnerability of the entire banking sector.

"Although the NPL scenario in the SCBs gained more attention from different corners, the asset quality in the PCBs has also deteriorated to a serious level," the research paper noted.

In the last five years, it mentioned, the level of NPLs at PCBs grew at a faster pace than that of the SCBs.

According to the study, listed poor risk assess-

ment of credits, subdued demand in the economy, rescheduling facilities to known defaulters, and mostly the culture of borrowers' unwillingness to repay loans as the major reasons behind the deterioration in the asset quality in Bangladeshi banks.

It also pointed out the futility of government dollops for feeding the capital-deficient banks, because of the snowballing of such bad loans.

"Despite the generous recapitalization of SCBs for the past nine years with taxpayers' money, there has been no material improvement in these banks' capital position, asset quality and profitability."

Only 20 per cent of the loans written off by the Bangladesh's banks have been recovered in the last 12 years, reveals the study.

Given the high level of non-performing loan in the system, the capital buffer to withstand any sudden deterioration in asset quality is lacking in Bangladesh, noted the research study.

LR Global's research study paints a distressing picture of banking sector



Continued to page 7 Col. 1

Stressed advances now 17pc of banks' outstanding loans

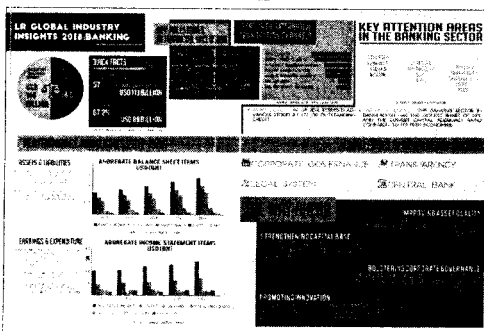
Continued from page 1 col. 4

Highlighting the recent amendment to the country's Bank Company Act, the research also bears a note of warning that the situation may lead towards further consolidation of power in the hands of too few as an outcome of asset concentration.

"The banking sector in Bangladesh has the highest share of NPL and the lowest Capital Adequacy Ratio compared to its peer economies," says the LR Global research report, adding that non-performing loans in the country's banking system have outpaced the credit growth in the last five years.

The study also observes that while the PCBs have maintained sufficient capital above the regulatory requirement, the major risk to their capital position is the solvency of the top borrowers at these banks.

"According to a stress test done by the Central Bank,



default of top 3 borrowers in each of the banks would make 50% of the banks non-compliant in maintaining the minimum regulatory capital," said the research.

The LR Global research also noted that compared to the banking sector of its peer economies, the banking sector in Bangladesh is highly fragmented.

"Burdened with unrealistic business targets, banks involve in unhealthy competition and often provide cheaper credit to an already-strug-

gling customer," the study says.

In addition, the research also observed that the pace of innovation remains 'strikingly low' in the banking sector of the country.

"Although 17 banks were granted license to operate Mobile Financial Service (MFS) in the country, the number of full-fledged MFS providers remains far below that," it said.

"Further problems have been created by the new banks, some of which are

already under special observation just within four years of commencement," the study observed.

The researchers of the agency noticed that specialized banks created to foster agricultural lending and mobilizing investments from non-resident Bangladeshis put up a disappointing performance in achieving their respective targets.

In terms of regulations, the study says that while Bangladesh Bank has been very successful in terms of monetary-policy management, curbing inflation and building healthy forex reserves in the past few years, the regulator's success was limited in terms of curbing non-performing loans in the system.

"At the institutional level, deficiency in analytical capacities such as assessing macroeconomic risks and forecasting major indicators undermines the regulator's ability to take proactive policy measures," the research paper says.

In many cases, despite having an apt guideline, the implementation of the regulation remains a challenge.

The study also noted that while most of the banks in Bangladesh are already controlled by families or related businesses, a recent amendment to the Bank Company Act further exacerbated the situation.

As per the aforementioned amendment, PCB boards can have four members from the same family while the tenure of the directors has been extended from six to nine years.

"Although the policy move was aimed towards increasing the accountability of the directors, considering the current status of the industry, such a policy can backfire," the report has cautioned.

ing sector, the study focused on discrepancies among the banks in terms of disclosing the names of top borrowers, information on rescheduled and restructured loans, sector-based loan exposure and capital market exposure.

"The lack of such information often paints a distorted picture of the health of a bank and gives rise to information asymmetry among different groups of stakeholders, especially the common shareholders," the study says.

The LR Global research also blamed the stalemate in the recovery of assets on what it calls 'archaic legal environment' of the country.

"The absence of a strong legal system encourages the practice of willful defaults," the study said.

Besides, the duration and costs associated with liquidation and recovery of insolvent businesses slow down the recovery of impaired assets.

Citing the example of India, the research noted that Bangladesh's neighbouring giant, when faced with similar challenges, overhauled its bankruptcy code to reduce the time to resolve cases to 180 days from 4.3 years and create a pool of insolvency professionals to ensure a smooth transition and liquidation of insolvent firms.

While noting that in Bangladesh, the macroeconomic scenario is still resilient, the study forewarned that challenges, nevertheless, might emerge from rising inflation, subdued exports and remittances, rise in real interest rate due to increased government borrowing, devaluation of BDT and, finally, massive capital outflow due to "political uncertainty".

"Thus, the regulators cannot afford further denial and must take preemptive actions when there is still time," the

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

পুনর্গঠিত ঋণ নতুন সুবিধা পাবে না

● ওবায়দুল্লাহ রনি
বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে পুনর্গঠন করা
বড় ঋণে নতুন করে সুবিধার
আবেদন নাকচ করে দিয়েছে
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা
পর্ষদ। ঋণ পুনর্গঠনের দুই বছর না
যেতেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান
ঋণখেলাপি হয়ে পড়ায় তারা
আবার পুনঃতফসিলের জন্য সম্প্রতি
আবেদন করে। সিদ্ধান্তের জন্য
পতকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং
প্রবিধি ও নীতি বিভাগ পর্ষদ বৈঠকে
বিষয়টি উত্থাপন করে। পর্ষদ
বলেছে, শর্ত শিথিল করে বড় ঋণে
সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়
এ নিয়ে নানা সমালোচনা হয়েছে।
এসব ঋণে এখন নতুন করে
কোনো সুবিধা দেওয়া ঠিক হবে
না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমকালকে
বলেন, পরিচালনা পর্ষদের
অনুমোদন নিয়ে ৫০০ কোটি
টাকার বেশি ঋণগ্রহীতাদের
ঋণ পুনর্গঠনের সুবিধা দেওয়া
হয়। আগের নীতিমালা
যেহেতু পর্ষদ অনুমোদন
করেছিল সে জন্য তা
সংশোধন করা হবে কিনা
সে বিষয়ে পর্ষদের মতামত
চাওয়া হয়। তবে পর্ষদ এ
প্রস্তাব নাকচ করে
দিয়েছে। ফলে পুনর্গঠিত
বড় ঋণ নতুন কোনো
সুবিধা পাবে না।

গত নির্বাচনকে
কেন্দ্র করে রাজনৈতিক
অস্থিরতাসহ নানা
কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বড়
ব্যবসায়ীদের ঋণ ১২
বছরের জন্য
পুনর্গঠনের সুযোগ
দিয়ে ২০১৫
সালের
জানুয়ারিতে
একটি নীতিমালা
জারি করে
বাংলাদেশ
ব্যাংক
সুদহার

● পৃষ্ঠা ১৫
কলাম ৪

পুনর্গঠিত ঋণ নতুন সুবিধা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কমানো, পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি, ডাউনপেমেন্টের শর্ত শিথিলসহ বিভিন্ন
সুবিধা দিয়ে ১৫ হাজার ২১৮ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়। বেক্সিমকো,
যমুনা, সিকদার, আবদুল মোনেম, কেয়া, খারমেক্স গ্রুপসহ ১১টি প্রতিষ্ঠান এ
সুবিধা পায়। এসব ঋণে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ড (কিন্তু মুক্ত) সুবিধা দেওয়া
হয়। তবে অর্থ পরিশোধের সময় আসতেই চলতি বছরের শুরু দিকে নতুন
করে বিভিন্ন সুবিধা চেয়ে যৌথ আবেদন করে এসএ গ্রুপ, রতনপুর গ্রুপ ও এম
আর গ্রুপ। এসব প্রতিষ্ঠানের দুই হাজার ৩১৫ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা
হয়েছিল।

এসব প্রতিষ্ঠানের আবেদনে বলা হয়, পুনর্গঠিত মেয়াদি ঋণ পরিশোধে ১২
বছরের স্থানে তাদের ২০ বছর সময় দিতে হবে। নতুন করে আর কোনো সুদ
আরোপ না করে শুধু বিদ্যমান ঋণ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দিতে হবে।
আর বিদ্যমান গ্রেস পিরিয়ড তথা ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ আরও
বাড়াতে হবে। এসবের পাশাপাশি ব্যাংকগুলো নতুন করে যেন তাদের চলতি
মূলধন ঋণ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রথম দফাতেই এ আবেদন নাকচ করে দেয়। পরবর্তী
সময়ে অন্য একটি গ্রুপ শর্ত শিথিলের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ে
যোগাযোগ করে। এরপর পর্ষদে উপস্থাপনের নির্দেশ আসে। এর আগে গত ১২
নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে অধিকতর যাচাই-বাহাই
করে পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে বলা হয়।

২০১৫ সালের নীতিমালায় বলা হয়, পুনর্গঠিত ঋণ আর পুনঃতফসিল করা
যাবে না। সুবিধা নেওয়া কোনো প্রতিষ্ঠান সময়মতো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে
সব ধরনের সুবিধা বাতিল হবে। এছাড়া টাকা দুটি কিস্তি খেলাপি হলে সংশ্লিষ্ট
প্রতিষ্ঠানের সমুদয় অর্থ আদায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দেউলিয়া আইনে মামলা করতে
পারবে। আর পুনর্গঠনের জন্য প্রথমে গ্রাহক ব্যাংকের কাছে আবেদন করবে।
ব্যাংক থেকে গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ও নগদ অর্থের প্রবাহ বিষয়ে
'এ' ক্যাটাগরির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম থেকে প্রত্যয়ন নিয়ে নিজ পর্ষদ
থেকে অনুমোদন করে পাঠাতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণ পুনর্গঠনের জন্য
কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গঠিত কমিটির সুপারিশের পরিশ্রমিত তা অনুমোদিত হয়।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

১০০, কলকাতা রোড, কলকাতা-৭০০০০১

কলকাতা, ভারত

দৈনিক ইন্ডেক্স

তারিখঃ ০৫ DEC, 2017

মূলধন ঘাটতির চক্রে আটকা সরকারি ব্যাংক

■ রেজাউল হক কৌশিক

নিয়মকানুন না মেনে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার কারণে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। আর এসব ঋণ আদায়ও হচ্ছে না। ফলে ওইসব খেলাপি ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা সিকিউরিটি বা প্রভিশনও রাখতে হচ্ছে। তাতে মূলধন ঘাটতিতে পড়ছে ব্যাংক। ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া কোন উদ্যোগই কাজে আসছে না।

মূলধন ঘাটতি সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। ফলে শুধু ব্যাংকিং খাতে নয়, পুরো অর্থনীতিতেই বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা থাকে। বিদেশি বিনিয়োগেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে ঘাটতির মুখে পড়া ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বিদেশি ব্যাংকগুলো স্বেচ্ছায় করতে আস্থার সঙ্কট দেখা দেয়। এতে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে গ্যারান্টি হিসেবে তাদের বাড়তি ফি দিতে হয়, যার প্রভাবে ব্যবসা ব্যয় বেড়ে যায়।

বাজেট থেকে বারবার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও মূলধন ঘাটতি বেড়েই চলেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর।

গত চার বছরে বাজেট থেকে ৯ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর পরও চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘাটতি হয় প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের ব্যাংকগুলোর মধ্যে ফারমার্স ব্যাংক প্রথম মূলধন ঘাটতি পড়েছে।

বছরের পর বছর ধরে ঘুরেফিরে সরকারি ব্যাংকগুলোতে মূলধন ঘাটতি থাকছে। এসব ব্যাংকে জনগণের করের টাকায় বারবার মূলধন জোগান দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনা রয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সেমিনারে এসব ব্যাংকের সূশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে বারবার মূলধন জোগান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বক্তারা। তবে এখন বেসরকারী ব্যাংকও মূলধন ঘাটতিতে পড়ছে।

নতুন প্রজন্মের ফারমার্স ব্যাংক সেপ্টেম্বরে এসে প্রায় ৭৫ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে পড়ে। গত জুনে ব্যাংকটির ৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকার মূলধন উদ্বৃত্ত ছিল। এ

ব্যাংকের সঙ্কট মেটাতে এক সপ্তাহের মধ্যে এর পরিচালকদের অন্তত ২০০ কোটি টাকা জোগান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বেসরকারি আইসিবি ইসলামী ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক দীর্ঘ দিন ধরে মূলধন ঘাটতি নিয়ে চলেছে। তিন মাসে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের ঘাটতি এক হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে এক হাজার ৪৮৫ কোটি টাকা। আর বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ঘাটতি ৩১৩ কোটি টাকা থেকে কমে ২৩১ কোটি টাকা হয়েছে।

ব্যাংকগুলোর সম্পদ (ঋণ) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বাড়ি। ঋণের মান অনুযায়ী ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ নির্ণয় করা হয়। যে ব্যাংকের গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বেশি তার ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ কম। খারাপ

ঋণের কারণে ব্যাংকগুলো যেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকটে না পড়ে এ জন্য আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। যে ব্যাংকের মূলধন যত কম তার সঙ্কট মোকাবিলায় সামর্থ্যও তত কম। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যাসেল-৩ অনুসারে মোট ঝুঁকিভিত্তিক

সম্পদের ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো ঝুঁকির ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলায় আরও ১ দশমিক ২৫ শতাংশ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সরকারি ব্যাংকগুলোর গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘাটতি রয়েছে ১৫ হাজার ৯০৮ কোটি। সবচেয়ে বেশি মূলধন ঘাটতি রয়েছে সোনালী ব্যাংকের ৩ হাজার ১৪০ কোটি টাকা। বেসিক ব্যাংকের ঘাটতি ২ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। এছাড়া জনতা ব্যাংকের ঘাটতি এক হাজার ২৭৩ কোটি ও রূপালী ব্যাংকের ঘাটতি ৬৯০ কোটি টাকা। সরকার মালিকানাধীন বিশেষায়িত খাতের কৃষি ব্যাংকের ঘাটতি ৭ হাজার ৫৪০ কোটি এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) ঘাটতি ৭৪২ কোটি। সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ও বাণিজ্যিক ৮ ব্যাংকের মধ্যে ৬ ব্যাংকেরই মূলধন ঘাটতি হয়েছে। এ ৬ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ১৫ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা।

ঘাটতিতে পড়েছে নতুন প্রজন্মের ব্যাংকও

৬৬৭ কোটি টাকা ফেরত দেয়ার আবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাকচ

* অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সোনালী ব্যাংকের ক্রিয়ারিং অ্যাকাউন্ট থেকে ৬৬৭ কোটি টাকা কেটে বিভিন্ন ব্যাংককে পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। হলমার্ক কেলেঙ্কারির এ দায় পরিশোধ না করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ওই অর্থ এখন ফেরত দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছিল সোনালী ব্যাংক। গতকাল সোনালী ব্যাংকের এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গতকাল সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সাথে এ নিয়ে গতকাল বৈঠক করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আশরাফুল মকবুলের নেতৃত্বে ব্যাংকটির পর্ষদের অন্য সদস্য ও এমডি ওবায়দ উল্লাহ আল মাসুদ অংশ নেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, জালিয়াতির প্রমাণ দিতে পারলেই কেবল সোনালী ব্যাংকের অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

জানা গেছে, হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে ফাউন্ড, নন-ফাউন্ড

মিলে হলমার্কের কাছে সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখার পাওনা রয়েছে তিন হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে নন-ফাউন্ড তথা সোনালী ব্যাংকের স্বীকৃতির বিপরীতে ৪১টি ব্যাংক দুই হাজার ৩৪২টি বিলের বিপরীতে এক হাজার ৩১৪ কোটি টাকা দিয়েছে। এসব দায় তৈরি হয়েছিল মূলত পোশাক তৈরির কাজে স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল (সূতা বা

হলমার্ক কেলেঙ্কারি পিছু ছাড়ছে না সোনালী ব্যাংকের

কাপড়) সরবরাহের মাধ্যমে। স্বীকৃত বিলের নিয়ম অনুযায়ী, ১২০ দিনের মধ্যে গ্রাহক অর্থ পরিশোধ না করলে স্বীকৃতি দাতা ব্যাংক তা পরিশোধ করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, ব্যাংকগুলো সোনালী ব্যাংকের স্বীকৃতি বিলের দায় পরিশোধের বিষয়ে দফায় দফায় চেষ্টা করেও পায়নি। একপর্যায়ে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করে। একপর্যায়ে

বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স বৈঠকে এ সংক্রান্ত এক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নীতির আলোকে ব্যাংকার্স সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা পরিশোধ না করলে বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ কেটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে পরিশোধ করা হবে। সোনালী ব্যাংক স্বীকৃতি বিলের জালিয়াতির প্রমাণ দিতে পারলে সোনালী ব্যাংককে অন্য ব্যাংক অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

জানা গেছে, সোনালী ব্যাংক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর অর্থ ফেরত দিতে গড়িমসি করায় সোনালী ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্রিয়ারিং অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ কেটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে পরিশোধ করা হয়েছিল। সোনালী ব্যাংক ওই অর্থই বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ফেরত চেয়েছিল। গতকালের বৈঠকে সোনালী ব্যাংকের পর্ষদকে একই কথা বলে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে। বলা হয়েছে, হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে সোনালী ব্যাংকের দেয়া স্বীকৃতি বিলের প্রমাণ দিতে পারলেই কেবল অর্থ ফেরত দেয়া হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে করার কিছুই থাকবে না।

বেসরকারি ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারীদের জন্য সুখবর

রোকন মাহমুদ

বেসরকারি ব্যাংক খাতের আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতা উভয়ের জন্য সুখবর। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, আমানতের সুদহার বাড়ছে, বিপরীতে কমছে ঋণের সুদহার। এতে আমানতকারীরা যেমন লাভবান হবেন একই সঙ্গে উৎসাহিত হবেন বিনিয়োগকারীরাও। চলতি বছরের অক্টোবর মাসের হিসাব অনুযায়ী বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো আমানতের ওপর গড়ে সুদ দিয়েছে ৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। যা তার আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। সেই হিসেবে সুদহার দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। বিপরীতে অক্টোবরে ঋণের সুদহার ছিল ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। আগের মাস সেপ্টেম্বরে গড়ে ছিল ৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ হারে সুদ আদায় করেছে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। সে হিসেবে বেসরকারি ব্যাংকগুলো ঋণের সুদহার কমিয়েছে দশমিক তিন শতাংশ।

তবে এসময় ব্যাংক খাতের সার্বিক (সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি মালিকানা) চিত্র ভিন্ন। অক্টোবরে দেশের ব্যাংক খাতের গড় আমানতের সুদহার কমেছে। বিপরীতে বেড়েছে ঋণের সুদহার। এসময় ব্যাংকগুলো আমানতের ওপর গড়ে চার দশমিক ৮৯ শতাংশ সুদ দিয়েছে। যা তার আগের মাসে দশমিক ১ শতাংশ বেশি ছিল। এছাড়া অক্টোবরে সার্বিকভাবে ব্যাংকগুলো ঋণের ওপর সুদ নিয়েছে ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ। যা তার আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে ঋণের ওপর সুদহার বাড়িয়েছে দশমিক ৪ শতাংশ।

এদিকে ঋণ ও আমানতের সুদহারের তারতম্যের কারণে বেসরকারি ব্যাংক খাতের ঋণ আমানতের সুদহারের ব্যবধান (স্প্রেড) কিছুটা কমেছে। আগের মাস সেপ্টেম্বরে স্প্রেড ছিল চার দশমিক ৫৫ শতাংশীয় পয়েন্ট। অক্টোবরে তা কমে চার দশমিক ৪৮ শতাংশীয় পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

তবে বেসরকারি-বেসরকারি সবগুলো ব্যাংকের সার্বিক স্প্রেড হার বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে যেখানে ব্যাংকগুলোর গড় স্প্রেড দাঁড়িয়েছিল চার দশমিক ৪৫ শতাংশীয় পয়েন্ট। এক মাসের ব্যবধানে তা দশমিক ৫ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়ে সাত দশমিক ৮৯ শতাংশীয় পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

জানা যায়, স্প্রেড হলো- ব্যাংক আমানতকারীদের কাছ থেকে যে হারে অর্থ সংগ্রহ করে তার সঙ্গে লাভ ও ব্যবস্থাপনা খরচ সহ বিভিন্ন খরচ যোগ করে ঋণ গ্রহীতাদের যে হারে ঋণ দেয় তার ব্যবধান। স্প্রেড বেশি

হলে ঋণ গ্রহীতার ওপর যেমন চাপ বাড়বে তেমন আমানতকারীরাও ঠকেন। এতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া আমানতকারীরা বেশি লাভের আশায় বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ খোঁজেন। যা ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোন ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদহারের ব্যবধান (স্প্রেড) ৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সার্বিকভাবে এই সুদহারের ব্যবধান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত সীমার মধ্যে থাকলেও কিছু ব্যাংক আমানতের অনুপাতে ঋণের সুদহার কমাচ্ছে না। এছাড়া ব্যাংক খাতে স্প্রেড বেড়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষের কারণ। তাই এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর মাসেও বিদেশি ও বেসরকারি খাতের ৯টি ব্যাংকের স্প্রেড বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত সীমার বাইরে রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে এর সংখ্যা ছিল ১১টি।

তাই স্প্রেড পাঁচ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বারবার নির্দেশনা দেয়া হলেও তা মানছে না এসব ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ শতাংশের বেশি স্প্রেড থাকা ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদেশি খাতের- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, উরি ব্যাংক, এইচএসবিসি ও সিটি ব্যাংক এনএ এবং বেসরকারি খাতের- দ্য সিটি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের দ্য ফারমার্স ব্যাংক এবং ইউনিয়ন ব্যাংকও রয়েছে এ তালিকায়।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আমানতের বিপরীতে গড়ে এক দশমিক ২৫ শতাংশ সুদ দিয়েছে। আর ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকটি ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ সুদ নিয়েছে। ফলে বিদেশি খাতের এ ব্যাংকটির স্প্রেড দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ১৪ শতাংশীয় পয়েন্ট। এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংক আমানতের বিপরীতে সুদ দিয়েছে ৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আর ঋণের বিপরীতে সুদ নিয়েছে ১১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতের এ ব্যাংকের স্প্রেড দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৯৭ শতাংশীয় পয়েন্ট। আর ডাচ বাংলা ব্যাংক আমানতের বিপরীতে ২ দশমিক ২৮ শতাংশ সুদ দিয়েছে ঋণের ক্ষেত্রে আদায় করেছে ৮ দশমিক ৭২ শতাংশ। ফলে ব্যাংকটির স্প্রেড দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৪৪ শতাংশীয় পয়েন্ট।

এদিকে বিদেশি ব্যাংকগুলোর স্প্রেড এখনো পাঁচ শতাংশের ওপরে রয়েছে। সেপ্টেম্বরে বিদেশি ব্যাংকগুলো আমানতের বিপরীতে এক দশমিক ৬৬ শতাংশ সুদ দিয়েছে। অন্যদিকে ঋণের বিপরীতে আদায় করেছে সাত দশমিক ৯৯ শতাংশ সুদ। এ খাতের ব্যাংকগুলোর স্প্রেড সবচেয়ে বেশি, যা ছয় দশমিক ৩৩ শতাংশীয় পয়েন্ট। তবে দেশীয় খাতের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর গড় স্প্রেড ৫ শতাংশের নিচে রয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো ঋণের ক্ষেত্রে গড়ে আট দশমিক ৪৭ শতাংশ হারে সুদ আদায় করেছে। আর আমানতের বিপরীতে দিয়েছে চার দশমিক ৪৬ শতাংশ সুদ। স্প্রেড দাঁড়িয়েছে চার দশমিক ১ শতাংশীয় পয়েন্ট। তবে বিশেষায়িত ব্যাংকের স্প্রেড সবচেয়ে কম; যা মাত্র দুই দশমিক ৭৪ শতাংশীয় পয়েন্ট। বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আমানতের বিপরীতে গড়ে ৫ দশমিক ৫১ ও ৮ দশমিক ৫ শতাংশ সুদ দিয়েছে। আর ঋণের ক্ষেত্রে সুদ নিয়েছে আট দশমিক ৬২ ও ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ হারে।



আমানতে সুদ বেড়ে
কমছে ঋণে
সার্বিক আমানতে
সুদহার কমেছে
স্প্রেড বেড়েছে দশমিক
৫ শতাংশ

এ সময়ে সবচেয়ে বেশি স্প্রেড রয়েছে বিদেশি খাতের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের। এরপরেই রয়েছে বেসরকারি খাতের ব্র্যাক ব্যাংক। সবচেয়ে কম স্প্রেড বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে মার্কেটাইল ব্যাংকের। তবে ব্যাংকটির আমানত ও ঋণের সুদহার গড় সুদহারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক ব্যাংকের কাছে প্রচুর পরিমাণে অলস টাকার পড়ে আছে। বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে না। আবার খেলাপি ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংকের ব্যয় নির্বাহ করাই কঠিন হয়ে পড়ছে। এত কিছু পরও বছর শেষে রয়েছে ভালো মুনাফা অর্জন করার টার্গেট। ফলে আমানতকারীদের দিকে খেয়াল না রেখেই বছর শেষে ভালো মুনাফা অর্জনের স্বার্থে আমানতের সুদ কমাচ্ছিল ব্যাংকগুলো। এখন সেখান থেকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এতে বিনিয়োগ বাড়বে বলে মনে হয়।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক কালের কণ্ঠ

তারিখ : 05 DEC, 2017

টাকার ব্যবহার কমাতে নতুন সেবা আনছে বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক >

'মাইক্রো-মার্গেট পেমেন্ট' ও 'রিটেইল-ট্রান্সপোর্ট পেমেন্ট' নামের নতুন দুটি পরিশোধ সেবা চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই সেবা দুটি ট্রান্স মিলিয়নসের কার্ডের বিল ও পরিবহন ভাড়া পরিশোধে দেশি টাকার ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। গতকাল সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনব্যাপী এক যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ দুটি পরিশোধ সেবা কার্যক্রম শুরু করা জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী। তিনি বলেন, 'মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (বিইএফটিএন), আর্গটিজিএস ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের পরে আমরা এখন দ্বিতীয় ধাপে মাইক্রো-মার্গেট পেমেন্ট ও রিটেইল-ট্রান্সপোর্ট পেমেন্ট সেবার ওপর দৃষ্টি দিচ্ছি।' তবে এই সেবা দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু বলেননি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির ওই কর্মকর্তা। বনানীর হোটেল গোল্ডেন টিউলিপে অনুষ্ঠিত ওই কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অ্যালায়েন্স ফর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (আফি)। কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন আফির উপনির্বাহী পরিচালক নরবার্ট মুম্বা। আগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আবদুর রহিম। আয়োজকরা জানান, ২৩টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি

কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্বোধন কর্মকর্তা ও জামিনুক্ত অতিথিদের সঙ্গে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য পরিবেশনে বাংলাদেশের আর্থিক শক্তিতে : কেবল আর্থিক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডুমিকা' শীর্ষক একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কয়সল আহমদ। আশামী চ ডিনেটর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এই কর্মসূচির ইতি টানা হবে। সনদ প্রদান করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস এম মনিরুজ্জামান। সমাপনী বক্তব্য দেবেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা।

এ কর্মসূচিতে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা ডিজিটাল আর্থিক সেবার (ডিএফএস) অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়নের ব্যবহারিক পন্থায় একটি প্ল্যাটফর্ম পাবে, যা কার্যকরী ডিজিটাল-আর্থিক সেবা প্রদানের ডুমিকা রাখবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। এই কর্মসূচিতে সব নাগরিকের জন্য দ্রুত, নিরাপদ ও সহজলভ্য পরিশোধ পদ্ধতি অর্জনে গৃহীত কর্মপন্থা তৈরি ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে। আফির সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আগত নিয়ন্ত্রক ও নীতিমাল্লা প্রণয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের নিজেদের দেশের ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদানসংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়েও কথা বলবেন।

